মেহেরপুরে সহযোগীতার দাবি সাংস্কৃতিকজনদের

এম এফ রুপক:
প্রায় ২ হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ভরপুর দেশের ছোট্ট জেলা মেহেরপুর। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এই জেলার সীমান্তবর্তী মুজিবনগরে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। তাই এই জেলার ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল।

মেহেরপুর নামকরণ প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত দুটি অনুমানভিত্তিক তথ্য পাওয়া গেছে। প্রথমটি হলো- ইসলাম প্রচারক দরবেশ মেহের আলির নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ষোড়শ শতকে কিংবা এর কিছু সময় পর ‘মেহেরপুর’ রাখা হয়। অন্যটি হলো- বিখ্যাত বচনকার মিহির ও তার পুত্রবধূ খনা এই অঞ্চলে থাকতেন। মিহিরের নাম থেকে মিহিরপুর ও পরবর্তী সময়ে তা মেহেরপুর হয় বলে অনেকের ধারণা। ১৯৮৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি জেলার মর্যাদা পায় মেহেরপুর।

এখানকার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স, ভবানন্দপুর মন্দির, আমদহ গ্রামের স্থাপত্য নিদর্শন, বলরাম হাঁড়ি মন্দির, আমঝুপি নীলকুঠি, ভাটপাড়া নীলকুঠি, স্বামী নিগমানন্দ আশ্রম, বল্লভপুর চার্চ, শেখ ফরিদের দরগাহ, সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, মেহেরপুর পৌর কবরস্থান, মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধ। ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ভরপুর ছোট্ট এই শহরের ঔজ্জ¦ল্য করোনায় ধূসর হয়ে গেছে।

সূত্র জানায়, মেহেরপুরে সাংস্কৃতিক সংগঠনের সংখ্যা ষাটের কাছাকাছি। সংস্কৃতি কর্মীর সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। প্রায় সবাই বেকার হয়ে গেছেন। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে ১৭৫ জনের তালিকা পাঠানো হলেও তাদের মধ্য থেকে ১০০ জনকে সহায়তা দেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, করোনার ধাক্কায় মেহেরপুরে সাংস্কৃতিক অঙ্গন এখনো স্থবির। মুজিববর্ষের দুয়েকটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও মূলত আগের পরিস্থিতিই রয়েছে। এতে অধিকাংশ শিল্পীরই জীবন কাটছে কষ্টে। নিরুপায় হয়ে কেউ কেউ অটোরিকশা চালানোর পাশাপাশি কৃষি করছেন।

জানতে চাইলে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক ও অরণী

থিয়েটারের সভাপতি নিশান সাবের বলেন, করোনার কারণে পেশাজীবী শিল্পীদের পরিস্থিতি ভয়াবহ। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ৫ হাজার টাকা করোনা সহায়তা পেলেও তা একেবারেই অপ্রতুল। সরকরের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ও দাবি, যেভাবে মুক্তিযোদ্ধা কিংবা বিধবা ভাতা দেয়া হয়, সেভাবে দুস্থ অসহায় শিল্পীদের পাশে দাঁড়াক। এই সংগঠক আরো বলেন, শিল্পীরা যে সাহসিকতা নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অবদান রাখছেন তার কোনো তুলনা নেই। কিন্তু সেভাবে মূল্যায়ন হচ্ছে না। সরকার এদিকে নজর দিক এটাই আমাদের দাবি।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি এডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন বলেন, করোনায় কাজ হারিয়েছে অনেকেই। যাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের করোনা সহায়তার পাশাপাশি স্থানীয় সংসদ সদস্য নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তবে তা অপ্রতুল।

এম সাইদুর সংগীত একাডেমির পরিচালক শিল্পী এম সাইদুরের কণ্ঠে শোনা গেল হতাশার সুর। তিনি বলেন, গত ৯ মাস ধরেই বেকার বসে আছি। জীবন বাঁচাতে সঞ্চয় ভেঙে চলছি। কোথাও সংগীতের কোনো আয়োজন নেই, স্কুলগুলোতে কোনো কার্যক্রম নেই। আছে শুধু বুক ভরা কষ্ট। এই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আরো বলেন, সংগীতের শিক্ষকতা করে প্রতি মাসে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় করতাম। এখন কোনো রকম টিকে আছি। এই দুঃসময়ে সরকারকে আমাদের পাশে চাই।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে এক জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও এক জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি গাংনী উপজেলার বাসিন্দা।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১২ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে এক জনের। আর নেগেটিভ আসে ১১ জনের।

সূত্রে আরো জানা যায়, সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৫৩৯৭ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭৫২ জন, সুস্থ ৬৭০ জন, মৃত্যু ১৭ জন ও ট্রান্সফার্ড ৬০ জন।

বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ০৯ টি (সদরে ০২ গাংনীতে ০৪ মুজিবনগরে ০৩)।

ভিন্ন সূরে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয়- গাংনীর সনিরুল ইসলাম (৩৫)।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় পিতা পুত্রসহ ৪ জন আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর সড়কের বামন পাড়ার শ্মশান ঘাট মোড়ে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে পিতা পুত্রসহ ৪ জন আহত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মুজিবনগরের প্রধান সড়কের বামন পাড়া শ্মশান ঘাট মোড়ে এয় ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের আনসারুল্লার ছেলে আজিম ও কাজী শহিদুল ইসলামের ছেলে আনসারুল্লাহ এবং মেহেরপুর শহরের কোটপাড়া মিজানুর রহমানের ছেলে সোহেল।

আহতদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে আজিমের অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার দায়ে

একজনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড

মেহেরপুরে ৫০ গ্রাম হেরোইন রাখার অপরাধে কুতুব উদ্দীন (৫০) নামের একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় প্রদান করেন। আসামী কুতুব উদ্দীন মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর দাখিল মাদ্রাসা পাড়ার মৃত খাদেম আলীর ছেলে।

রায় ঘোষণার পর আসামী কুতুব উদ্দীনকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মামলায় রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবী ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহীদদুল হক ও আসামী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন, রফিকুল ইসলাম।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৩ সালের নিজ বাড়ি থেকে ৫০ গ্রাম হেরোইনসহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের হাতে আটক হয়। পরে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার নং -৩৭/১৩।

মুজিবনগরে গাঁজা বিক্রির অপরাধে এক মহিলার কারদণ্ড

মুজিবনগরে গাঁজা বিক্রির অপরাধে সালেহা খাতুন নামের একজন মুদি ব্যবসায়ীকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম।

সালেহার খাতুন মুজিবনগর উপজেলার ওয়াশিম আলমের স্ত্রী। মোবাইল কোর্টের ঘটনা শোনার পর পর ওয়াশিম আলম পালাতক রয়েছে।

অভিযান পরিচালনাকারী জানান, মহাজনপুর বাজারের ছালেহা খাতুনের মুদি দোকানে গাঁজা বিক্রি করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়।
অভিযান চলাকালীন সালেহার দোকানে ১৪০ গ্রাম গাঁজাসহ তাকে হাতেনাকে আটক করা হয়। এবং তার বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে আরও ৫শত গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

এ সময় তিনি এই গাঁজা ভারত থেকে কিনে এনে নিজ দোকানে বিক্রি করেন বলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নিকট স্বীকারোক্তি দেন।

পরে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে মাদক বিক্রির অপরাধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(১) এর সারণি ক্রমিক নং ১৯(ক) অনুসারে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫শত টাকা জরিমানা করা হয়।

পলায়নকৃত আসামি ওয়াশিম আকরামের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন আছে। জনস্বার্থে এ ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে। অভিযান চলাকালীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস সার্বিক সহযোগীতা করেন।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেনের নির্বাচনী মতবিনিময়

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন আসন্ন আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে ৫ নং ওয়ার্ড ঢোলমারী গ্রামে এক মহিলা সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মেহেরপুর এক আসনের সংসদ সদস্য বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী

ফরহাদ হোসেনের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে নৌকা মার্কায় ভোট পার্থনা করেন।

সমাবেশে তিনি বলেন, মেহেরপুরের সৈয়দা মোনালিসা হোসেন মেহেরপুর তথা মুজিবনগরের নারীদের জন্য এক অনুকরণীয় মানুষ। তিনি পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও সৈয়দা মোনালিসা হোসেন এর হাত কে শক্তিশালী করার জন্য এবং উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে নৌকা মার্কার পক্ষে থাকুন এবং নৌকা মার্কায় ভোট দিন।

তিনি আরো বলেন, আমি দুই দুই বার নির্বাচিত চেয়ারম্যান। আমি গত ১০ বছরে এই বাগোয়ান ইউনিয়নের অসংখ্য বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, রাস্তা ঘাটসহ অনেক উন্নয়ন করেছি। এই উন্নয়ন এর ধারা অব্যাহত রাখতে আমি যদি নৌকা পায় আপনারা আমাকে আবার ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান করবেন, যাতে আমার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে পারি এবং বাগোয়ান ইউনিয়নকে বাংলাদেশের ভিতরে মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

ঢোলমারি গ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি ছাবদার রহমান এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ঢোলমারি গ্রাম আওয়ামী লীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক নাজমুল ইসলাম, তোফাজ্জেল হোসেন, ঢোলমারী গ্রাম আওয়ামী লীগের সদস্য বুধোন মন্ডল, ফজলু শেখ, ঝটন মন্ডল, রনজিত বিশ্বাস, অঞ্জন দাশ,

৫নং ওয়ার্ড যুবমহিলা লীগের সভাপতি সেফালি মন্ডল, ৬নং ওয়ার্ড যুবমহিলালীগের সাধারণ সম্পাদক সাথী মন্ডল, সদস্য কল্পনা মন্ডল, জোহনা বিশ্বাস, বেদেনা তালুকদার, সুমিত্রা তরফদার।

এ সময় ঢোলমারী গ্রামের অসংখ্য মহিলা পুরুষ এই মতবিনিময় সভায় উপসিস্থত থেকে আয়ুব হোসেনকে আবার নৌকা প্রতীক দিয়ে চেয়ারম্যান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এর কাছে আবেদন করেন।

মতবিনিময় সভাটি সঞ্চালনায় ছিলেন বাসন্তী মন্ডল।

মুজিবনগরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এসএম বি ব্রিকস এর মালিককে জরিমানা

মুজিবনগরে কাঠ-জ্বালানী দিয়ে ইট পোড়ানো ও ফসলি জমিতে মাটি কাটার অপরাধে একটি ইট ভাটায় ৫০হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে এসএম বি ব্রিকস এর মালিকের সাথে এ জরিমানা আদায় করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজন সরকার এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, এসএম বি ব্রিকস এ কাঠ-জ্বালানী দিয়ে ইট পোরানো হচ্ছে এবং ফসলি জমি থেকে ইট তৈরির জন্য মাটি কেটে নিয়ে আসছে ইট ভাটার মালিক মশিউর রহমান।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে বিকালে সেখানে অভিযান চালানো হয়। ঘটনা সত্যি হওয়ায় ইট ভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত বসানো হয়।

সরকারি ভাবে নিশিদ্ধকৃত কাঠ-জ্বালানি দিয়ে ইট পোড়ানো ও ফসলি জমি থেকে ইট তৈরির জন্য মাটি কাটার অপরাধে ভাটা মালিকের কাছ থেকে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইনে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

তিনি আরো জানান, এছাড়া বাগোয়ান বাজারে একটি দোকানে অসাস্থকর খাবার রাখার দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ৫শত টাকা জরিমানা করা হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে বেড়েছে রোগীর চাপ

শীতজনিত কারণে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে বাড়তে শুরু করেছে শ্বাসকষ্টজনিত রোগীর চাপ। মেহেরপুর ২৫০ শয্যার হাসপাতালের বহির্বিভাগে এখন রোগীর চাপ বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। কর্তৃপক্ষ বলছে, হাসপাতালটিতে ভর্তি রোগী ও আউটডোরে চিকিৎসা নেওয়া ৩৫ শতাংশই শীতজনিত রোগে আক্রান্ত। যতই বাড়তে শুরু করেছে শীতের সময়, ততই হাসপাতালে বাড়ছে শ্বাসজনিত রোগীর চাপ। অ্যাজমা, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অ্যালার্জি, সর্দি-কাশি যেন আকড়ে ধরেছে মানুষকে।

যদিও শীত তিব্রতা এখন কম তারপরও প্রতিদিনিই বাড়ছে রোগীর সংখ্যা, আগে দৈনিক ৩০-৪০ জন সেবা নিলেও গত কিছুদিন ধরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫০-২০০ জনে। আর হাসপাতালটিতে ভর্তি থাকা রোগীর ৩৫ শতাংশই শীতজনিত রোগে আক্রান্ত। আর গত এক সপ্তাহে হাসপাতালটিতে রোগী ভর্তি হয়েছে ৯৮ জন ঠান্ডাজনিত সমস্যা নিয়ে।

এছাড়াও প্রতিদিন গড়ে ৩০-৩৫ জন নতুন রোগী ভর্তি হচ্ছে এবং সুস্থ্য হয়ে বাড়ি যাচ্ছে ২০-২৫ জন। বর্তমানে ডায়রিয়া ওয়ার্ডে ১০ বেডের বিপরীতে ৩২ জন, পুরুষ ও শিশু ওয়ার্ডে ৪০ বেডের বিপরীতে ৯৮ জন মহিলা ও গাইনি ওর্য়াডে ৪০ বেডের বিপরীতে ৮৫ জন চিকিৎসা নিচ্ছে। নতুন রোগীদের মধ্যে বেশির ভাগই শিশু ও বৃদ্ধ। তাই শীতে বাড়তি সতর্কতারও পরামর্শ চিকিৎসকদের।

এ দিকে ১০০ শয্যার হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নিত করার বয়স হয়েছে প্রায় ১ যুগেরও বেশি। কিন্তু পর্যাপ্ত জনবল ও সরঞ্জাম এখনো পৌছাইনি হাসপাতালে। এতে রোগীর সংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে চিকিৎসকরা। অন্যদিকে নিচের পুরুষ ওর্য়াডটি করোনা ওয়ার্ড করায় পুরুষ রোগীদের শিফট করা হয়েছে শিশু ওয়ার্ডে এতে রোগীর চাপে পা ফেলার জায়গা নেই সেখানে।

জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. আশীষ কুমার দেবনাথ জানান, ক’দিন আগেও হাসপাতালে রোগীর চাপ কম ছিল। কিন্তু দুয়েকদিন ধরে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। আবহাওয়াজনিত কারনে মানুষরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

হাসপাতালের কনসালটেন্ট (শিশু) ডা. মাহবুবা তাজমিলা জানান, ঠান্ডা

জনিত সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া, এলার্জি, একিউট ব্রঙকিউলাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগের প্রকোপ এখন বেশি। বিশেষ করে বয়স্ক ও শিশুরা এইসব রোগে বেশি আক্রন্ত হচ্ছে।

আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. মকলেছুর রহমান জানান, বর্তমানে হাসপাতালে রোগীর চাপ একটু বেশি। প্রতিবছরই এইসময়টাতে মানুষজন বিভিন্ন রোগে বেশি আক্রন্ত হয়। আমাদের জনবল সংকট, তারপরও চেষ্টা করছি, যাতে রোগীরা সঠিক সেবা পাই।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম জানান, হাসপাতালে সিনিয়র কনসালটেন্ট মেডিসিন, শিশু, সার্জারি, কার্ডিওলজি, জুনিয়র অর্থ সার্জারি, চক্ষু, গাইনি, এনেসথেসিয়া, প্যাথলজি, রেডিওলজি, চর্ম ও যৌন, আরএমও, রেডিওলজিস্ট, প্যাথলোজিস্ট, মেডিক্যাল অফিসারসহ অন্যান্য পদে ৪২টি সৃষ্ট পদ থাকলেও আছে মাত্র ১৭ জন। ফাঁকা রয়েছে ২৫টি পদ। এদের মধ্যে ১১ জন মেডিক্যাল অফিসারের মধ্যে রয়েছে মাত্র ২ জন। সংকট আর সমস্যা নিয়েই হাসপাতালটিতে চিকিৎসাসেবা চালু রাখা হয়েছে। তবে জনবল কম থাকলেও রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্ট করছি।

গাংনীতে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ১শ পিচ ইয়াবাসহ লিখন মিয়া (২৭) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। সোমবার সন্ধায় গাংনীর রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক লিখন মিয়া একই গ্রামের আনোয়ার হোসেন এর ছেলে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাংনীর চর গোয়াল গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১শ পিচ ইয়াবাসহ একজনকে আটক করা হয়।

আটক লিখন মিয়ার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে বিস্ফোরক মামলায় এক জনের ১০ বছরের জেল

মেহেরপুরে বিস্ফোরক মামলায় বাকীরুল (৩৫) নামের একজনকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা জজ আদালত।

সোমবার সকালে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদান আইনের ৩ ও ৪ ধারায় এই রায় ঘোষণা করেন।

আসামী বাকিরুল গাংনী উপজেলার গুচ্ছ গ্রামের মৃত আরজ আলীর ছেলে। রায় ঘোষণার সময় আসামী বাকিরুল পলাতক ছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানায় ২০১৩ সালে এই মামলা করা হয়। যার জি, আর নং ছিলো- ৭৭/২০১৩ ও ০৭/১৩।

২০১৩ সালে মেহেরপুর পৌর সভার কাথুলী রোডে মৃত দুখু শাহার ছেলে আব্দুল মান্নানের ভাঙ্গড়ির দোকানের সামনে পাকা রাস্তার উপর বিস্ফোরণ হয়। এ বিষয়ে একটি মামলা হয়। সেই মামলার রায়ে আজ আসামী বাকিরুলের ১০ বছর কারাদন্ড দেয় জেলা জজ আদালত।

এসময় রাষ্টপক্ষের আইনজীবী ছিলেন, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক ও আসামী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন রফিকুল ইসলাম।